দেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা আবারও প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সংসদে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী জোট সরকার ক্রমেই প্রচন্ড অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। বিরোধী দলকে দমনে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপরদিকে প্রধান বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করে চলছে। সংসদ ছেড়ে রাজপথে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে। শুরু করেছে জ্বালাও পোড়াও। দুই নেত্রীই ভুলে গেছেন নির্বাচনের আগে জনগণের প্রতিশ্রুতির কথা। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক নেতাদের জনগণের কথা ভুলে যাওয়া যেন এদেশের ভাগ্যাহত জনগণের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জনগণ ভুলছে না তাদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা। তারা হিসাব কষে। লিখে রাখে স্মৃতির পাতায়। খোলা চিঠিতে।

জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে জনগণকে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় যাবার ছয় মাসের মধ্যে সারা দেশে সন্ত্রাস দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীরা মদদ না পেলেও জোটের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠছে ধর্ষণ, অপহরণ, দখলের অভিযোগ। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা পেয়েছে জোটের কমিশনারের মনোনয়ন। সন্ত্রাস দমনে আবারও কালো আইন প্রণীত হলো। সেনাবাহিনী নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের কথা ভাবা হচ্ছে। অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। আবারও বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে। শিল্প উৎপাদনে স্থবিরতা বিরাজ করছে। দলীয়করণ ও ছাঁটাইয়ে আতঙ্কগ্রস্ত প্রশাসন। চলছে বিরোধী দলের ওপর দমন পীড়ন। সর্বত্র যেন অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। অথচ কিছুই যেন ভাবাতে পারছে না প্রধানমন্ত্রীকে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল ছায়া সরকার। অথচ বিরোধী দলীয় নেত্রীর যেন কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সংসদে না গিয়ে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। আন্দোলনের জন্য রাজপথে নেমে এসেছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনে পাশে না দাঁড়িয়ে তার দলীয় কর্মীরা বহির্বিশ্বে প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। নালিশ জানাচ্ছেন বিদেশী অতিথিবৃন্দ যারা তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের একজন বিরোধী দলীয় নেত্রীর নালিশ দেশপ্রেমিকদের আহত করছে। আবারও ক্ষমতায় যাবার জন্য তিনি পথ খুঁজছেন। জনগণ ছাড়া যে ক্ষমতায় যাওয়া বা টিকে থাকা যায় না এ কথা এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা বলে দাবিদার দুই নেত্রীকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে জনগণের খোলা চিঠিতে লেখা অসহায়ত্বের কথা, ব্যথার বাক্যমালা।

দেশে আড়াইশ' নদী ও সমুদ্র উপকূল হতে বিস্তীর্ণ চর জেগে উঠছে। প্রচলিত পয়েস্তি ও শিকস্তি আইনের দুর্বলতার কারণে চরের জমি চলে যাচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, জোতদারদের কাছে। বঞ্চিত হচ্ছে ভূমিহীনরা। পাবনা জেলার সাঁথিয়ার ভূমিহীনরা জোতদারদের হটিয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠা করছে ভূমির অধিকার। সূচনা করেছে নতুন আন্দোলনের ধারা।